বিএআরআই
সংবাদ
বর্ষ ৩৪ সংখ্যা ৩, ২০২২
Visit Our Website : www.bari.gov.bd
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

‘কেন্দ্রীয় গবেষণা পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালা-২০২২’ এর উদ্বোধন
উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তি কৃষকের কাছে পৌছে দিতে হবে: কৃষিমন্ত্রী

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক, এমপি। এর আগে তিনি অন্যান্য অতিথিবৃন্দসহ বারি উদ্ভাবিত বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তির প্রদর্শনী স্টল পরিদর্শন করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক, এমপি, বলেছেন, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এ পর্যন্ত বিভিন্ন ফসলের অনেক উন্নত জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। কিন্তু এসব প্রযুক্তির অধিকাংশই কৃষকের কাছে সেভাবে পৌছায়নি। তাই দেশের কৃষির উন্নয়নে এসব জাত ও প্রযুক্তি দ্রুততর সময়ের মধ্যে কৃষকের কাছে পৌছে দিতে হবে। ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২২ বারি'র কাজী বদরুদ্দোজা মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ‘কেন্দ্রীয় গবেষণা পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালা-২০২২’ এর উদ্বোধনকালে তিনি এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার এর সভাপতিত্বে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব (রুটিন দায়িত্ব) জনাব মো. রুহুল আমিন তালুকদার, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর চেয়ারম্যান জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক জনাব আঃ গাফ্ফার খান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক জনাব মো. বেনজীর আলম, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এর মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর। অনুষ্ঠানে *এরপর পৃষ্ঠা ২*

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২২ এ বারি মহাপরিচালকের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন

বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে ১৭ অক্টোবর ২০২২ সোমবার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত সেমিনারে ‘কাউকে পশ্চাতে রেখে নয়। ভালো উৎপাদনে উত্তম পুষ্টি, সুরক্ষিত পরিবেশ এবং উন্নত জীবন।’ শীর্ষক প্রতিপাদ্যের উপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মো. সায়েদুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে কারিগরি সেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মো. শাহাব উদ্দিন, এমপি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব ড. নাহিদ রশীদ এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মো. ইসমাইল হোসেন এনডিসি। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার। ■

বারি'র মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতার পর থেকে কৃষিতে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। শস্য উৎপাদনের ফলন ও উৎপাদনের বৃদ্ধি দেশকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করেছে। ক্রমবর্ধমান বড় জনসংখ্যা এবং জমির পরিমাণ কম সত্ত্বেও, খাদ্যের যোগান গড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রোটিন ও সবজিসহ খাদ্যাভ্যাসের বৈচিত্র্যের কারণে বাংলাদেশি জনগোষ্ঠীর পুষ্টির অবস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কম ওজন ও অপচয় কমে গেছে। সবুজ বিপ্লবের কারণে খাদ্যের সহজলভ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে যা দেশটি দশকের পর দশক ধরে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। কৃষি খাতের জন্য সরকারী নীতিগুলি এই জাতীয় বিপ্লব অর্জনে সহায়তা করেছে। তাই বাংলাদেশ ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষ এড়াতে পারে। তবে এফএও প্রক্ষেপণ বাংলাদেশের জন্য উদ্বেগজনক। এফএও'র মতে, খাদ্য সংকটে পড়া ৪৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। তাই একটি শক্তিশালী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক খাদ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। মহামারির সময় অনেক দেশে কৃষি উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়। কিন্তু বাংলাদেশের কৃষকরা ধানের ভালো ফলন করতে সক্ষম হন। এই পরিস্থিতিতে আসন্ন সংকট মোকাবেলার জন্য কয়েকটি পদক্ষেপ এর জরুরি প্রয়োজন। এটি একটি ভাল লক্ষণ যে প্রধানমন্ত্রী উচ্চতর খাদ্য উৎপাদনের জন্য এবং উপলব্ধ জমির এক ইঞ্চিও চাষহীন না রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। আমাদের নীতিনির্ধারকরা স্পষ্টতই উদ্বিগ্ন। উচ্চতর ফসলের প্রাপ্যতার জন্য উচ্চতর উৎপাদনশীলতার

প্রয়োজন হবে। যদিও সময়ের সাথে সাথে বাংলাদেশে একর প্রতি কৃষি ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে এটি এখনও অনেক খাদ্য উৎপাদনকারী দেশের তুলনায় কম। ফলন আরও বাড়ানোর জন্য, উদ্ভাবন ও উন্নয়নে উচ্চতর বিনিয়োগ প্রয়োজন। কৃষি খাতে উৎপাদনশীলতা এবং স্থায়িত্ব উন্নত করার জন্য প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন প্রয়োজন। আমাদের বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ধরণের উদ্ভাবন করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে বিরূপ আবহাওয়া সহনশীল জাত। তারা ফলন বাড়ানোর এবং জমিকে আরও উৎপাদনশীলভাবে ব্যবহার করার জন্য উদ্ভাবনী উপায়গুলিও খুঁজে পেতে পারে। ভালো দাম না থাকলে কৃষকরা খাদ্য উৎপাদনে উৎসাহিত হবে না, যা খাদ্যের সহজলভ্যতা আরও খারাপ করবে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে খাদ্য সংগ্রহ, বিপণন ও বিতরণের জন্য যথাযথ নীতি ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন রয়েছে। একটি আধুনিক কৃষি ক্ষেত্র গড়ে তোলার জন্য জমি, মূল্য, ভর্তুকি এবং আর্থিক নীতির ক্ষেত্রে বৃহত্তর সংস্কার প্রয়োজন। ■

বারি'র 'কেন্দ্রীয় গবেষণা পর্যালোচনা...

প্রথম পৃষ্ঠার পর

স্বাগত বক্তব্য রাখেন পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. মো. কামরুল হাসান। বারি'র গবেষণা কার্যক্রম ও সাফল্যের উপর সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা উপস্থাপন করেন বারি'র পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. তারিকুল ইসলাম।

সকালে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক, এমপি, বারি'র প্রধান কার্যালয়ে পৌছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পন করেন। পরে তিনি আগত অতিথিবৃন্দসহ বারি উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রযুক্তির প্রদর্শনী স্টল পরিদর্শন করেন।

কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক, এমপি, বলেন, ফসলের উন্নত জাত ও প্রযুক্তি কৃষকের কাছে পৌছে দেয়ার মাধ্যমে তাদের আয় বাড়াতে হবে। কৃষকের আয় বৃদ্ধি করা না গেলে দেশের কৃষির উন্নয়ন হবে না। আমরা বলছি দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু আমাদের শুধু দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলে হবে না, অন্যান্য ফসলের উৎপাদনও বাড়াতে হবে। বর্তমানে প্রতি বছর প্রায় ২০-২৫ হাজার কোটি টাকার ভোজ্য তেল এবং ৫-৭ হাজার কোটি টাকার ডাল আমদানি করতে হয়। আমরা আগামী ৪ বছরের মধ্যে স্থানীয়ভাবে ভোজ্য তেলের উৎপাদন ৪০% বাড়াতে চাই। এতে আমাদের প্রায় ১০-১২ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। ■

ভাসমান কৃষির আধুনিক প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ ও কৃষক সমাবেশ

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষি সচিব জনাব মো. সায়েদুল ইসলাম।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, কিশোরগঞ্জ এর আয়োজনে 'ভাসমান কৃষির আধুনিক প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ ও কৃষক সমাবেশ' ২৭ আগস্ট ২০২২ অনুষ্ঠিত হয়েছে। 'ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্প (বারি অংগ)' এর অর্থায়নে আয়োজিত আয়োজিত এ প্রশিক্ষণ ও কৃষক সমাবেশের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মো. সায়েদুল ইসলাম।

বারি'র পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) ড. অপূর্ব কান্তি চৌধুরী এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ প্রশিক্ষণ ও কৃষক সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ), সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এর নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব সাবিহা পারভীন, বারি'র মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব এস এম সোহরাব উদ্দিন, বারি'র সরেজমিন গবেষণা বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. মাজহারুল আনোয়ার। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বরিশালের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও 'ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্প (বারি অংগ)' এর প্রকল্প পরিচালক ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান তালুকদার। অনুষ্ঠানের মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, কিশোরগঞ্জ এর উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন। ভাসমান বেডে সফল সবজি চাষী মো. সাইফুল ইসলাম ও খলিল তাদের নিজ নিজ সফলতা কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সরেজমিন গবেষণা বিভাগ (বারি) পাবনা অঞ্চলের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. শামীম হোসেন মোল্লা। ■

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

দুইজন কৃষিতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব (AIP)-কে বারি'র সম্মাননা প্রদান

দেশের কৃষি উন্নয়নে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ কৃষিতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব (Agriculturally Important Person- AIP 2022), মনোনীত হওয়ায় পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার আলহাজ্ব মো. শাহজাহান আলী বাদশা এবং নূরুন্নাহার বেগম-কে সম্মাননা প্রদান করেছে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর ডাল গবেষণা কেন্দ্র ও আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, ঈশ্বরদী, পাবনা। ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২২ ডাল গবেষণা কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে এ সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বারি'র মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে তাদেরকে এ সম্মাননা প্রদান করেন। ডাল গবেষণা কেন্দ্র ও আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, ঈশ্বরদী, পাবনা এর পরিচালক ড. মো. মহি উদ্দিন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাল গবেষণা কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. এফ এম আবদুর রউফ ও মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আলতাফ হোসেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এ এ এম মোস্তাকিম।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বারি'র মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার বলেন, কৃষি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে এআইপি খেতাবে ভূষিত হওয়ায় ঈশ্বরদী অঞ্চলের দুজনকে আমরা সম্মানিত করলাম। আমরা আগামীতে এ অঞ্চল থেকে আরও অনেকে এআইপি খেতাবে ভূষিত হোক এবং আমরা তাদেরও সম্মানিত করতে চাই। একই সাথে আশা করি তারা ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে তা অব্যহত থাকবে এবং দেশের কৃষি খাতের উন্নয়নে তারা কাজ করে যাবে।

কৃষিতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব (অওচ ২০২২) মনোনীত হওয়ায় নূরুন্নাহার বেগম এর হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দিচ্ছেন বারি'র মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার।

এর আগে বারি'র ডাল গবেষণা কেন্দ্র ও আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, ঈশ্বরদী, পাবনা এর আয়োজনে 'খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক কৃষক সমাবেশ। ■

বারি উদ্ভাবিত গ্রীষ্মকালীন হাইব্রিড টমেটোর উপর মাঠ দিবস

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বারি'র মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, যশোর এর আয়োজনে বারি উদ্ভাবিত গ্রীষ্মকালীন হাইব্রিড টমেটোর উপর মাঠ দিবস ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২২ যশোরের বাঘারপাড়া উপজেলার বলরামপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়েছে। 'বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালীন টমেটোর অভিযোজন পরীক্ষা, উৎপাদন ও কমিউনিটি বেস্‌ড পাইলট প্রোডাকশন প্রোগ্রাম' শীর্ষক কর্মসূচীর অর্থায়নে এ মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়।

বারি'র মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ মাঠ দিবসের উদ্বোধন করেন। বারি'র পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) ড. অপূর্ব কান্তি চৌধুরী এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ মাঠ দিবসে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বারি'র সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, গাজীপুরের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. মাজহারুল আনোয়ার, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, খুলনার প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. হারুনর রশিদ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, যশোরের উপ-পরিচালক জনাব মো. মনজুরুল হক, বারি'র সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, গাজীপুরের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও কর্মসূচীর পরিচালক ড. মো. ফারুক হোসেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, যশোর এর মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. কাওছার উদ্দিন আহাম্মদ। ■

জিআইএফএস এর প্রতিনিধি দলের বারি পরিদর্শন

প্রতিনিধি দলটি বারি'র মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার এর সাথে ফটোসেশনে অংশগ্রহণ করেন।

ইউনিভার্সিটি অব সাচকাচুয়ান, কানাডা'র গ্লোবাল ইনস্টিটিউট ফর ফুড সিকিউরিটি (জিআইএফএস) এর একটি প্রতিনিধি দল গত ২২ আগস্ট ২০২২ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) পরিদর্শন করেছেন। প্রতিনিধি দলের মধ্যে ছিলেন জিআইএফএস এর নির্বাহী পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. স্টিভেন ওয়েব এবং জিআইএফএস এর ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার জনাব হাসান পারভেজ আহমেদ।

অতিথিবৃন্দ বারি সদর দপ্তরের সামনে এসে পৌঁছালে তাকে স্বাগত জানান ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ। পরে বারি মহাপরিচালকের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার। এরপর মাল্টিমিডিয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন কার্যক্রম, অগ্রগতি ও সাফল্য তুলে ধরেন বারি'র কৃষিতত্ত্ব বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. দিলোয়ার আহমদ চৌধুরী। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, সার্ক এগ্রিকালচার সেন্টার, বাংলাদেশ এর সিনিয়র প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট (ক্রপস) ড. শ্রীকান্ত আত্তালুরী, ইকার্ডা'র রিজিওনাল কো-অর্ডিনেটর ড. আশুতোষ সরকার, বারি'র পরিচালকবৃন্দ বিভিন্ন বিভাগের প্রধানগণ, বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ। ■

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন

মো. মিজানুর রহমান, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ থেকে কৃষিতত্ত্ব বিষয়ে সম্প্রতি পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেছেন। তার পিএইচডি প্রোগ্রামের গবেষণার শিরোনাম ছিল "Screening of Short Duration High Yielding Rapeseed-Mustard Genotypes and Optimizing Management Packages to Improve Yield and Seed Quality." তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এর কৃষিতত্ত্ব বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যাপক ও ক্রপ মডেলিস্ট ড. আহমদ খায়রুল হাসান এবং অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম এর তত্ত্বাবধানে পিএইচডি গবেষণা সম্পূর্ণ করেছেন। তিনি তার গবেষণার কাজটি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের খামার বিভাগের গবেষণা মাঠ এবং কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরিতে সম্পন্ন করেন। তার গবেষণার ফলাফলগুলো সরিষার ফলন বৃদ্ধি করবে যা বাংলাদেশের কৃষকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক হবে। তার পিএইচডি গবেষণা কাজ "বিএআরআই এর গবেষণা ও গবেষণা অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ" প্রকল্প থেকে অর্থায়ন করা হয়েছিল।

মো. মিজানুর রহমান

মো. মিজানুর রহমান, মৃত মো. মছির উদ্দিন মন্ডল ও মিসেস জমিলা খাতুনের পুত্র। তিনি জেবুন নেসা মনি (সহকারি অধ্যাপক, রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন । তিনি দুই ছেলে মেহেরান রহমান আরিয়ান ও মেহেরাব রহমান আরাফ এর জনক। তিনি সকলের কাছে দোয়া প্রার্থী। ■

মো. মশিউর রহমান, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (উদ্ভিদ প্রজনন), ডাল গবেষণা উপ-কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর সম্প্রতি National Agricultural Technology Program Phase-II (NATP-2) এর অর্থায়নে Crop Germplasm Resources, Institute of Crop Science, Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS), Beijing, China এর অধীনে Grasspea Molecular Breeding বিষয়ে সাফল্যের সাথে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তার গবেষণা প্রবন্ধের শিরোনাম "Genetic diversity and gene loci discovery for ODAP content and other important agronomic traits of grass pea (*Lathyrussativus* L.)"। তিনি অত্র একাডেমির Crop Germplasm Resources এর খ্যাতি সম্পন্ন প্রফেসর Dr. ZongXuxiao এর তত্ত্বাবধানে গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। তার গবেষণা কার্যক্রমের কো-সুপারভাইজর ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লিগিউম ব্রিডার ড. আশুতোষ সরকার, ICARDA;Dr. Tao Yang, Associate professor and Dr. Liu Rong, Assistant Professor, ICS, CAAS। তার গবেষণালব্ধ জ্ঞান বাংলাদেশে চাষকৃত খেসারী ডালের কৌলিতাত্ত্বিক বিস্তার BOAA/ODAP এর পরিমাণ নির্ণয় এবং BOAA/ODAP এর সাথে অন্যান্য Agronomic Trait এর সম্পর্কে বিশেষ করে Yield এর প্রভাব সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তাঁর গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল বাংলাদেশে খেসারী জার্মপ্লাজম সংগ্রহ, উচ্চফলনশীল ও *এরপর পৃষ্ঠা ৭*

মো. মশিউর রহমান

জোবায়ের আকন্দ, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কৃষি পরিসংখ্যান এবং আইসিটি (এএসআইসিটি) বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর, ১৪ নভেম্বর ২০২০ খ্রি. তারিখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, থেকে বায়োইনফরমেটিক্স এবং জিনোমিক্স বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেছেন। তার পিএইচডি প্রোগ্রামের গবেষণার শিরোনাম ছিল "Statistical Modeling for Genome Data Analysis to Detect Agricultural Biomarkers." তিনি বাংলাদেশের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যাপক ও বায়োইনফরমেটিক্স ল্যাব (ড্রাই) এর প্রধান ড. নুরুল হক মোল্লার তত্ত্বাবধানে পিএইচডি গবেষণা সম্পূর্ণ করেছেন । ড. মূনীরুল আলম, সিনিয়র বিজ্ঞানী, ইমার্জিং ইনফেকশনস, ইনফেকশাস ডিজিস ডিভিশন, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডায়রিয়া ডিজিজ, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি), ছিলেন তাঁর পিএইচডির সহযোগী তত্ত্বাবধায়ক। জিন এক্সপ্রেশন এবং SNP ডেটাতে আউটলায়ারের উপস্থিতিতে কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ Biomarker Gene সনাক্ত করা যায় তার জন্য Robust স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যালগরিদম ডেভেলপ করেছেন। তিনি সেইসাথে ইন্টিগ্রেটেড জিনোমিক এবং বায়োইনফরমেটিক্স পদ্ধতি প্রয়োগ করে গমের (*Triticum aestivum* L.) মধ্যে RNAi জিনের বিস্তার *in silico* জিনোম-ওয়াইড বিশ্লেষণ করেছেন। তার পিএইচডি কাজের ফলাফলগুলি শস্য বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন জিনোমিক ডেটা থেকে গুরুত্বপূর্ণ Biomarker Gene/জিনোমিক ইনফো বের করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনসহ উন্নত ফসলের জাত উদ্ভাবনে সহায়ক *এরপর পৃষ্ঠা ৭*

জোবায়ের আকন্দ

সৈয়দ রফিউল হক, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ফল বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৪ আগস্ট ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহের উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেছেন । তার পিএইচডি প্রোগ্রামের গবেষণার শিরোনাম ছিল "Characterization and Production of Quality Planting Materials of Pummelo and Sweet Orange" । তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যাপক ড. মোঃ মোক্তার হোসেন এবং বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. মো. আব্দুর রহিম এর তত্ত্বাবধানে পিএইচডি গবেষণা করেছেন। তিনি বাতাবি লেবু ফলের জার্মপ্লাজমের অঙ্গসংস্থান সংক্রান্ত বৈচিত্র্য এবং জিনগত বৈশিষ্ট্য SSR মার্কার ব্যবহার করে চিহ্নিত করেছেন। এছাড়াও তিনি সাইট্রাস গ্রিনিং ডিজিজ মুক্ত বারি মাল্টা-১ এর চারা উৎপাদনের একটি প্রটোকলও উদ্ভাবন করেন। তার পিএইচডি কাজের ফলাফলগুলো বিজ্ঞানীদের পাশাপাশি কৃষকদের উন্নত মানের বাতাবি লেবু এবং মাল্টার উৎপাদন পেতে সহায়তা করবে। তার পিএইচডি গবেষণার কাজ "সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (বারি অংগ)" দ্বারা অর্থায়ন করা হয়েছিল। সৈয়দ রফিউল হক সৈয়দ জিয়াউল হক ও মনোয়ারা বেগমের একমাত্র পুত্র। তার স্ত্রী নাজনীন আক্তার এবং তাদের একমাত্র কন্যা সৈয়দা আসফিয়া রিসাহ্ এবং একমাত্র পুত্র সৈয়দ মুজাক্কিরুল হক। তিনি সকলের আশীর্বাদ কামনা করেন। ■

সৈয়দ রফিউল হক

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থা বিষয়ে আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর কীটতত্ত্ব বিভাগ এবং সিমিট-ফিট দ্যা ফিউচার বাংলাদেশ আপিএমএ এর যৌথ আয়োজনে "সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থা (আইপিএম) এর একটি উপাদান হিসেবে বিভিন্ন পরজীবীর পালন এবং তাদের প্রায়োগিক দিক" বিষয়ক পাঁচ দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণের উদ্বোধন অনুষ্ঠান ২৪ জুলাই ২০২২ বারি'র সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউএসএআইডি মিশন, বাংলাদেশ এর অর্থায়নে আয়োজিত ২৩-২৭ জুলাই ২০২২ পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে নেপাল ও বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ১০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করছেন।

প্রশিক্ষণের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দের সাথে ফটোসেশনে অংশ নেন প্রশিক্ষণার্থীরা।

সকালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন। বারি'র মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. মো. কামরুল হাসান, পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. তারিকুল ইসলাম এবং পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. ফেরদৌসী ইসলাম। অনুষ্ঠানে গেস্ট অফ অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভার্জিনিয়া টেক ইউনিভার্সিটির আইপিএম ল্যাব এর প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর ড. রাঙ্গাসুয়ামি মুনিয়াপ্পান। বারি'র কীটতত্ত্ব বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আখতারুজ্জামান সরকার এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কীটতত্ত্ব বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান ড. নির্মল কুমার দত্ত। ■

বারি ও ইনতেফা এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

বারি'র মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার এর উপস্থিতিতে বারি ও ইনতেফা'র মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এবং কৃষি পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ইনতেফা এর মধ্যে এক সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান ১০ সেপ্টেম্বর ২০২২ সন্ধ্যায় রাজধানীর লা মেরিডিয়ান হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বারি'র মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার এর উপস্থিতিতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর পক্ষে পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং) ড. ফেরদৌসী ইসলাম এবং ইনতেফা এর পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির প্রেসিডেন্ট জনাব কাজী ম. আ. দাউদ ইব্রাহীম সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে বারি'র পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন উইং) ড. অপূর্ব কান্তি চৌধুরী, প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইংয়ের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. আশরাফ উদ্দিন আহমেদ, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান ড. হাবিব মোহাম্মদ নাসের, বারি'র প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং ও মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের ঊর্ধ্বতন বিজ্ঞানীবৃন্দ এবং ইনতেফা'র কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইনতেফা'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুল জলিল প্রামানিক। ■

বারি ও ইস্পাহানি এগ্রো এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

বারি'র মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার এর উপস্থিতিতে বারি ও ইস্পাহানি এগ্রো'র মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) ও ইস্পাহানি এগ্রো লিমিটেড এর মধ্যে এক সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান ১৬ আগস্ট ২০২২ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রয়েল কুজিন রেস্তোরা, উত্তরা, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। বারি'র মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার এর উপস্থিতিতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর পক্ষে পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং) ড. ফেরদৌসী ইসলাম এবং ইস্পাহানি এগ্রো লিমিটেড এর পক্ষে পরিচালক মিসেস ফৌজিয়া ইয়াসমিন সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে বারি'র পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. মো. কামরুল হাসান, পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. তারিকুল ইসলাম, পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন উইং) ড. অপূর্ব কান্তি চৌধুরী, পরিচালক (তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র) ড. মো. আব্দুল লতিফ আকন্দ সহ বারি'র কীটতত্ত্ব বিভাগ, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব ও প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইংয়ের বিজ্ঞানীবৃন্দসহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন বিজ্ঞানীবৃন্দ ও ইস্পাহানি এগ্রো লিমিটেড এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ■

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

হাওরাঞ্চলের উপযোগী বারি উদ্ভাবিত কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, কিশোরগঞ্জ এর আয়োজনে 'হাওরাঞ্চলের উপযোগী বারি উদ্ভাবিত কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার' বিষয়ক কর্মশালা ২৭ আগস্ট ২০২২ শনিবার কিশোরগঞ্জের নিকলী উপজেলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। বারি'র আওতাধীন 'কৃষি যন্ত্রপাতি ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন ব্যবস্থাকে অধিকতর লাভজনক করা (এফএমডিপি)' শীর্ষক প্রকল্পের অর্থায়নে আয়োজিত এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মো. সায়েদুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষি সচিব জনাব মো. সায়েদুল ইসলাম।

বারি'র পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) ড. অপূর্ব কান্তি চৌধুরী এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ), সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এর নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব সাবিহা পারভীন, বারি'র মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব এস এম সোহরাব উদ্দিন, নিকলী উপজেলা চেয়ারম্যান এ. এম. রুহুল কুদ্দুস ভূঞা (জনি), নিকলী উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোছা. শাকিলা পারভীন। কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বারি'র ফার্ম মেশিনারী এন্ড পোস্টহারভেস্ট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং (এফএমপিই) বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান ড. মো. আইয়ুব হোসেন। বারি'র এফএমপিই বিভাগের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ এরশাদুল হক এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বারি'র সরেজমিন গবেষণা বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. মাজহারুল আনোয়ার। অনুষ্ঠানে বারি উদ্ভাবিত হাওর অঞ্চলের উপযোগী কৃষি যন্ত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় এবং অতিথিবৃন্দ এ প্রদর্শনীর স্টল পরিদর্শন করেন। ■

বারি উদ্ভাবিত পানিকচুর জাতের মাঠ দিবস

মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ড. সোহেলা আক্তার।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের আয়োজনে বারি উদ্ভাবিত পানিকচু ফসলের বিভিন্ন জাতের উপর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ০৪ জুলাই ২০২২ গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলার সদর ইউনিয়নের দস্যু নারায়ণপুর গ্রামের কৃষক মো. আফজাল হোসেন এর মাঠে এ মাঠ দিবস অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। 'কচু ফসলের জিন পুল সমৃদ্ধ, গবেষণা, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নত জাত বিস্তারের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ কর্মসূচী' এর অর্থায়নে আয়োজিত এ মাঠ দিবসে আয়োজন ঐ এলাকার ৫০ জন কৃষক-কৃষাণী অংশগ্রহণ করেন।

বারি'র কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ড. সোহেলা আক্তার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ মাঠ দিবসের উদ্বোধন করেন। কচু ফসলের কর্মসূচি পরিচালক ও বারি'র কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. ছামছুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. মোশাররফ হোসেন মোল্লা, কাপাসিয়া উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সুমন কুমার বসাক এবং কাপাসিয়া সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব সাখাওয়াত হোসেন প্রধান। ■

বেটার লাইফ ফার্মিং অ্যালায়েন্স প্রতিনিধি দলের বারি পরিদর্শন

প্রতিনিধি দলটি বারি'র মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার এর সাথে ফটোসেশনে অংশগ্রহণ করেন।

বেটার লাইফ ফার্মিং অ্যালায়েন্স (বিএলএফএ)-এর সাত (০৭) সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল গত ১৯ জুলাই ২০২২ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) পরিদর্শন করেছেন। প্রতিনিধি দলের মধ্যে ছিলেন বিএলএফএ এর অ্যাডভাইজর রুপা রায় মিত্র, ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস, বায়ার এর সিনিয়র ম্যানেজার জুলিয়া ডানকান, আএফসি, সাউথ এশিয়া ফুড এন্ড এগ্রিবিসনেজ এ্যাডভাইজরি সার্ভিসেস এর প্রোগ্রাম লিডার হার্স বিবেক প্রমুখ।

অতিথিবৃন্দ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এ এসে পৌঁছালে তাদের স্বাগত জানান ইনস্টিটিউটের ঊর্ধ্বতন বিজ্ঞানীবৃন্দ। পরে বারি'র মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার এর উপস্থিতিতে তাঁর কার্যালয়ে বারি'র বিজ্ঞানীদের সাথে প্রতিনিধি দল ভবিষ্যৎ গবেষণা পরিকল্পনা ও দ্বিপাক্ষিক সাহায্য সহযোহিতা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় মাল্টিমিডিয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে বারি'র বিভিন্ন কার্যক্রম, অগ্রগতি ও সাফল্য তুলে ধরেন বারি'র কৃষিতত্ত্ব বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. দিলোয়ার আহমদ চৌধুরী। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. ফেরদৌসী ইসলামসহ বিভিন্ন বিভাগের প্রধানগণ, বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ। ■

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

অভ্যন্তরীণ গবেষণা পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালা ২০২২ উদ্বোধন

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষি সচিব জনাব মো. সায়েদুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্য রাখছেন বারি'র মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর "অভ্যন্তরীণ গবেষণা পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালা-২০২২" এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান ১৬ জুলাই, ২০২২ ইনস্টিটিউটের কাজী বদরুদ্দোজা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বারি'র মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার এর সভাপতিত্বে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মো. সায়েদুল ইসলাম। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বারি'র বিজ্ঞানীদের গবেষণা কার্যক্রম পরিকল্পনা তৈরির ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, শুধু ফসল উৎপাদন বাড়ালেই হবে না, নিরাপদ ও রপ্তানী উপযোগী ফসল উৎপাদন করতে হবে। আর এটা করতে পারলে আমাদের রপ্তানী আয় অনেক বেড়ে যাবে। কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ না করতে পারলে কৃষির উন্নয়ন সম্ভব হবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে, আমরা যে সকল কৃষি যন্ত্রে ৩০-৭০% পর্যন্ত ভর্তুকি দিচ্ছি তার অধিকাংশই আমদানী নির্ভর। এই আমদানী নির্ভর কৃষি যন্ত্র ব্যবহার করে টেকসই কৃষি উন্নয়ন সম্ভব নয়। কৃষি খাতে সরকার বছরে ৩০ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দিচ্ছে কিন্তু এর সঠিক ব্যবহার আমরা করতে পারছি না। তিনি প্রতিকূল পরিবেশ উপযোগী উচ্চ পুষ্টিমান সমৃদ্ধ ফসলের জাত উদ্ভাবন ও আগামীর কৃষির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে বিজ্ঞানীদের আহবান জানান।

কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব কমলারঞ্জন দাশ এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো. বেনজীর আলম। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বারি'র পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. মো. কামরুল হাসান। অনুষ্ঠানে বারি'র গবেষণা কার্যক্রম ও সাফল্যের উপর সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা উপস্থাপন করেন পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. তারিকুল ইসলাম এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. ফেরদৌসী ইসলাম। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) ড. অপূর্ব কান্তি চৌধুরী, পরিচালক (কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র) ড. সোহেলা আক্তার, পরিচালক (তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র) ড. মো. আব্দুল লতিফ আকন্দ এবং পরিচালক (ডাল গেবেষণা কেন্দ্র) ড. মো. মহি উদ্দিন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নার্সভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বারি'র বিভিন্ন বিভাগের বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। ■

জাতীয় শোক দিবস পালিত

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

মুজিবুর রহমানসহ তাঁর পরিবারের সকল শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় মিলাদ মাহফিল, বিশেষ মোনাজাত ও প্রার্থনা। সকালে ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয়ের সামনে বঙ্গবন্ধুর জীবন ভিত্তিক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বারি'র মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার, পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. মো. কামরুল হাসান, পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. তারিকুল ইসলাম, পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) ড. অপূর্ব কান্তি চৌধুরী, পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. ফেরদৌসী ইসলাম ও পরিচালক (তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র) ড. মো. আব্দুল লতিফ আকন্দ। এছাড়াও বারি বিজ্ঞানী সমিতি, ডিপ্লোমা কৃষিবিদ পরিষদ, বারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, বারি শ্রমিক ক্লাবের প্রতিনিধিবৃন্দ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। ■

পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন *(জোবায়ের আকন্দ)*

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

হবে। তার পিএইচডি গবেষণা কাজ "বিএআরআই এর গবেষণা ও গবেষণা অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ" প্রকল্প থেকে অর্থায়ন করা হয়েছিল।

তাঁর পিতা মো. ওয়াহিদ আকন্দ ছিলেন গাজীপুরের একজন বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক এবং মাতা মিসেস জাহানারা বেগম একজন গৃহিনী ছিলেন। তিনি মিসেস লুৎফুন নাহার লতা (সহাকারি শিক্ষক, পশ্চিম জয়দেবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন । তিনি দুই ছেলে ময়াজ আবরার আকন্দ ও ইয়াজ মাশরুর আকন্দের জনক। ■

পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন *(মো. মশিউর রহমান)*

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

কম ODAP সম্পন্ন খেসারীর জাত উন্নয়নে সহায়ক হবে যাহা খেসারী ডাল চাষের এলাকা বৃদ্ধি এবং কৃষকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি BOAA/ODAP এর মাধ্যমে Lathyrism রোগ সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণা থেকে সাধারণ মানুষ বেরিয়ে আসতে পারবে। তাঁর এ গবেষণালব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে প্রান্তিক পর্যায়ে খেসারী ডালের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে অনেকটাই ডাল আমদানী নির্ভরতা কমরানো সম্ভব। তিনি মো. সালামুল হক প্রামানিক ও মোছা. মছিয়া বেগম এর কনিষ্ট সন্তান। তিনি লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার অন্তর্গত দহগ্রাম আংগোরপোতা ছিটমহলের একজন বাসিন্দ। ■

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

জাতীয় শোক দিবস পালিত

যথাযোগ্য মর্যাদা ও দিনব্যাপী নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)-এ ১৫ আগস্ট ২০২২ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২২ পালিত হয়েছে। দিবসটি পালন উপলক্ষে দিনব্যাপী কর্মসূচীর অংশ হিসেবে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয়ের সামনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত ও বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন বারি'র মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার। এ সময় ইনস্টিটিউটের পরিচালকবৃন্দ, সকল স্তরের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, কর্মচারী, শ্রমিকবৃন্দ, বারি উচ্চ বিদ্যালয় ও আনন্দ শিশু কাননের শিক্ষক-শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও দিনব্যাপী কর্মসূচীর মধ্যে ছিল বঙ্গবন্ধুর জীবন ভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠান, বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ ও প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনী, কোরআন খতম, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ *এরপর পৃষ্ঠা ৭*

জাতীয় শোক দিবস পালনের অংশ হিসেবে বারি'র প্রধান কার্যালয়ের সামনে বারি'র পরিচালকবৃন্দদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার।

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অনার ও মূল বক্তার বক্তব্যে রাখছেন অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বারি'র মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার।

বিশিষ্ট বঙ্গবন্ধু গবেষক, বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শীতা, সাহসীকতা আর আত্মবিশ্বাসের কাছে বাংলাদেশ ঋণী। কারণ বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছে বঙ্গবন্ধুর এই তিনটি গুণের সমাহারের মধ্য দিয়ে। গত ২৯ আগস্ট ২০২২ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কাজী বদরুদ্দোজা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত "বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ" শীর্ষক সেমিনারে গেস্ট অব অনার এবং মূল বক্তার বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বিজ্ঞানী সমিতি (বারিসা) এ সেমিনারের আয়োজন করে।

বারিসা'র সভাপতি ড. মো. ওমর আলী এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)'র মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বারি'র পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. মো. কামরুল হাসান, পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. তারিকুল ইসলাম এবং পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) ড. অপূর্ব কান্তি চৌধুরী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা ও স্বাগত বক্তব্য রাখেন বারিসা'র সাধারণ সম্পাদক ড. মো. জিল্লুর রহমান। সেমিনারে বারি'র বিভিন্ন কেন্দ্র ও বিভাগের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। ■

প্রধান পৃষ্ঠপোষক : ড. দেবাশীষ সরকার
মুখ্য সম্পাদক : ড. ফেরদৌসী ইসলাম
সম্পাদক : মো. হাসান হাফিজুর রহমান
সহযোগী সম্পাদক : মো. আল-আমিন
আলোকচিত্র শিল্পী : পংকজ সিকদার

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১
ফোন- +৮৮-০২-৪৯২৭০০৩৮

ডিজাইন ও মুদ্রণে : এশিয়াটিক সিভিল মিলিটারি প্রেস
৪৩/১০সি, স্বামীবাগ, ঢাকা-১১০০

প্রকাশ: অক্টোবর ২০২২